২৬/৯/২০০১

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৭ ......

শিশুদের শিক্ষালয় হরতালমুক্ত রাখুন

দুই নেত্রীর কাছে অন্তরার খোলা চিঠি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ দেশে একটি সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। এই নির্বাচনকে ঘিরে ইতোমধ্যে নানান প্রতিশ্রুতির ঝড় বইছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। গতানুগতিক ধারার নির্বাচনী ইশতেহারও ঘোষণা করা হয়েছে সাড়ম্বরে অভিজাত হোটেলে বসে। কিন্তু এর কতটাই বা বাস্তবে প্রতিফলিত হয়?- এই প্রশ্নটিই ঘুরেফিরে এসেছে অন্তরা নামের ছোট্ট একটি শিশুর চিঠিতে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেত্রীর কাছে দেয়া খোলা চিঠিতে দু'নেত্রীকে তাদের দেয়া ইতোপূর্বেকার একটি অঙ্গীকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। আকুলতায় ভরা চিঠিতে আয়েশা ফেরদৌস অন্তরার দাবি দু'নেত্রীর কাছে- শিশু শিক্ষালয়কে হরতালমুক্ত রাখা।

ঢাকা মহানগরীর কামরুন্নেছা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ধানমণ্ডি শাখার ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রী আয়েশা ফেরদৌস অন্তরা। দেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের প্রধানদের কাছে তার দেয়া দ্বিতীয় খোলা চিঠি এটি। এর আগেও সে অনুরূপ দাবি করেছিল। গত ২৬ আগস্ট এক চিঠিতে আহ্বান জানিয়েছিল- ভবিষ্যতে আপনারা শিশু শিক্ষালয়কে হরতালমুক্ত রেখে, আপনাদের স্বাক্ষরিত শিশুদের জন্য 'হ্যাঁ বলুন' অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করুন। প্রসঙ্গত, এর আগে এ বছরের ২৭ এপ্রিল তারিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া "শিশুদের জন্য হ্যাঁ বলুন" শীর্ষক বিশ্ব শিশু আন্দোলন কর্মসূচীর অঙ্গীকার পত্রে সই করেছিলেন।

অন্তরা লিখেছে- যা দেখে আমার মনে হয়েছিল যে আপনারা যা অঙ্গীকার করেন, তা বুঝি পালন করেন। তাই আমি গত ২৬ আগস্ট দৈনিক জনকণ্ঠের মাধ্যমে আপনাদের নিকট আবেদন করেছিলাম ভবিষ্যতে আপনারা শিশু শিক্ষালয়কে হরতালমুক্ত রেখে আপনাদের স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করুন। পত্রিকা পড়ে তখন অনেক পাঠক চিঠি লিখে আমার আবেদনে সমর্থন যুগিয়েছেন। অথচ আপনারা মা জাতি হলেও আমি এক শিশু আপনাদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারলাম না। এটা বাংলাদেশের শিশুদের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাই আজ আবারও মা জাতির কাছে সন্তানতুল্য দেশের শিশুদের পক্ষ থেকে আবেদন করছি, শিশু শিক্ষালয়কে হরতালমুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত নিন। আপনাদের স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করে প্রমাণ করুন যে, আপনারা যা বলেন-তা বাস্তবায়ন করেন। আশা করি আপনাদের সন্তানতুল্য শিশুদের নিরাশ করবেন না।

অন্তরার চিঠিতে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের প্রধানের কাছে বাংলাদেশের সব শিশুই আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। একটু বাড়িয়ে বললে বলা যায়, দেশের সচেতন নাগরিকগণও চান না দেশে হরতাল হোক। ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকেও জোর দাবি জানানো হয়েছে। শেখ হাসিনা বিরোধী দলে গেলেও আর হরতাল না করার ঘোষণা দিয়েছেন। তবে দলের নির্বাচনী ইশতেহারে বিষয়টি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। একই ভাবে বিএনপির ইশতেহারেও হরতাল না করার কোন ঘোষণা দেয়া হয়নি।

তবে একটি কচি মন যখন হরতালের মতো কর্মসূচীকে ঘৃণার চোখে দেখছে, তখন বিদগ্ধজনদের অনেকের অভিমত, দু'নেত্রীরই উচিত অবিলম্বে এ নিয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করা। অন্তত ভবিষ্যত প্রজন্মকে বিশৃঙ্খল রাজনীতির বদলে আদর্শবাদিতা শিক্ষা দিতে এই সময়ে এর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দু'নেত্রীই এ জন্য সাধুবাদ পাবেন।